উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

জেল আপীল নং ৫৫৪/ ২০০৭

আবদুল মান্নান

----- দন্ডিত-আপীলকারী

বনাম

রাষ্ট্র

-----প্রতিবাদী

রায় প্রদান ঃ ১০ মার্চ, ২০১১ ইংরেজী।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা একটি জেল আপীল। দন্ডিত-আপীলাকারীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুন্যাল, (পরবর্তীতে শুধু ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে) ভোলা কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা (পরবর্তীতে শুধু মামলা হিসাবে অভিহিত হইবে) নং ৯৩/২০০৬, যাহার জি আর নং-১০৪/২০০৬ (বোর) যাহা বোরহান উদ্দিন থানার মামলা নং-১০ তারিখ ০৮/০৬/২০০৬ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (যাহা পরবর্তীতে শুধুমাত্র আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) এর ১১(গ) ধারা হইতে উদ্ভুত তাহাতে দোষী সাব্যস্তক্রমে ২২-৫-২০০৭ ইং তারিখে ১(এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড সহ ১০০০/- (একহাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করিলে দন্ডিত-আপীলকারী যথাযথ কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারাগার হইতে উক্ত কারাদন্ডের বিরুদ্ধে আপীলের আবেদন করিলে অত্র জেল আপীলের উদ্ভব হয়। জেল আপীলটি ১৫-৮-২০০৭ ইং তারিখে শুনানীর জন্য গৃহীত হয় এবং দন্ডিত-আপীলকারীকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্র পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ভিকটিম তাহার চাচাত ভাই এর মাধ্যমে বোরহান উদ্দিন থানায় এই মর্মে অভিযোগ পাঠান যে, তাহার স্বামী আসামী আব্দুল মান্নান এর সহিত বিবাহ অন্তে তাহারা দাম্পত্য জীবন যাপনকালে গত ০৬-০৬-২০০৬ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৬.৩০ ঘটিকায় ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন জয়া গ্রামবাসী ভিকটিমের স্বামী আসামী আব্দুল মান্নান নিজ বসত ঘরে যৌতুকের জন্য স্বীয় স্ত্রী ভিকটিম পারুল বেগমকে শারীরিকভাবে মারপিট করিয়া জখম করেন। অতঃপর, ভিকটিম পারুল চিকিৎসা গ্রহণার্থে হাসপাতালে থাকিয়া তাহার চাচাত ভাই এর মাধ্যমে বোরহানউদ্দিন থানায় এজাহার পাঠান।

অতঃপর উক্ত এজাহার এর ভিত্তিতে আইনের ১১(খ) ধারায় বোরহান উদ্দিন থানার মামলা নং-১০ তারিখ ০৮.০৬.২০০৬ ইং উদ্ভব হয়। যাহার জি, আর নং-১০৪/০৬ (বোর), অতঃপর বোরহান উদ্দিন থানার পুলিশ যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ১১(গ) ধারায় ২৪.০৭.২০০৬ ইং তারিখ অভিযোগ পত্র দাখিল করেন যাহার নম্বর-৪৯।

অতঃপর মামলাটি বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল (যাহা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, ভোলা কর্তৃক গঠিত) আসিলে মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৯৩/২০০৬ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ১১(গ) ধারায় অভিযোগ গঠনক্রমে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পরীক্ষান্তে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামীকে পরীক্ষাকালে রেকর্ডভূক্ত সাক্ষ্যে, প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবীতে অভিযোগ অস্বীকারক্রমে সাফাই সাক্ষ্য দিবেন মর্মে জানান।

অতঃপর, আসামী পক্ষ পরবর্তীতে দুইজন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করেন।

জেরার ধরণ, আসামী দাবী এবং সাফাই সাক্ষ্য দৃষ্টে আসামীর বক্তব্য হইল, তিনি যৌতুকের জন্য ভিকটিমকে মারপিট করেন নাই এবং তিনি নির্দোষ। আসামী ও ভিকটিম এর মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য হইয়াছিল তাহা মিটমাট হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাহারা একত্রে ঘর সংসার করিতেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণের জন্য ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ৭জন সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। অন্যদিকে আসামী পক্ষ ২ জন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। উভয়ের সাক্ষ্যাদি বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক এবং নথির কাগজপত্র বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক উপরোক্ত দন্ডাদেশ ও সাজা প্রদান করিলে আপীলকারী জেলখানা হইতে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অত্র আপীলের উদ্ভব।

যেহেতু আপীলটি নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতির নির্দেশক্রমে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে সেহেতু নির্দেশিত মতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে কোন পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য প্রেরণ করার সুযোগ হয় নাই।

আমরা এখন সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা পরীক্ষা করিব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী, এজাহারকারিনী ভিকটিম পারুল বেগম আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেন এবং ঘটনার সম্মুখ বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে গত জুন মাসের ৬ তারিখ ভোর ৬-৩০মিঃ সময় তাহার স্বামী বসত ঘরে ১০,০০০/- টাকা যৌতুকের জন্য তাহাকে পিটিয়াছে এবং ঘুষি ও লাথি মারিয়াছে। তাহার ছেলে মেয়ে ঘটনা দেখিয়াছে এবং অন্যান্য সাক্ষীদেরকে ঘটনা বলিয়াছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন এজাহার দায়ের করেন, এজাহারে তাহার টিপ সহি যথাক্রমে প্রঃ ১-১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং তাহার স্বামী আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে এজাহার উকিল সাহেব লিখিয়াছেন, পরে বলেন এজাহার কে লিখিয়াছে বলিতে পারেন না। মারধর করার সময় সন্তানরা ছিল, মমতাজ ও হাসু উপস্থিত ছিল। তাহার কাছে ১০,০০০/-টাকা যৌতুক চাহিয়াছে, ঘটনার পর তাহার ছেলেমেয়ে তাহাকে হাসপাতালে নিয়াছে। ঘটনার ৪/৫ দিন পরে মামলা করেছে এর আগে কোন মামলা করেন নাই। মজিবর ও মোজাম্মেল তার চাচাত ভাই এবং আবুল কালাম মেম্বার ও মোজাম্মেল এর প্ররোচনায় এই মামলা করেছেন এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষীঃ শিমুল, যে ভিকটিম এবং আসামীর পুত্র, জবানবন্দী কালে তিনি বলেন ভিকটিম তাহার মা, আসামী তাহার পিতা, ঘটনার তারিখ ৬ই জুন আনুমানিক ভোর ৬.৩০ মিঃ সময়, স্হান তাহাদের বসত ঘরে, ঘটনা দেখেছে ১০,০০০/-টাকা আনিয়া দেওয়ার জন্য তাহার আব্বা তাহার মাকে পিটাইয়াছে। তাহার মাকে বোরহান উদ্দিন হাসপাতালে নিয়া গিয়াছিল সেখানে তিনি ৪ দিন ছিলেন। আসামী বাবাকে ডকে সনাক্ত করেন। জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন আজ আদালতে তাহার বোন সেলিনা (শিরিন) সহ পিত্রালয় থেকে আসিয়াছে। ঘটনা ঘটে ২-২$\frac{১}{২}$ ঘন্টা তাহার মাকে নিয়া হাসপাতালে যায় সকাল ৮-৯ ঘটিকায় হাসপাতালে তাহার মাকে দেখাইয়াছে, তাহার আব্বা ৫/৬ মাস তাহাদের খাবার দেয় নাই, সে রোজগার করে সংসার চালায়, তাহার বাবা যৌতুক চায়নাই এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষীঃ শিরিন (সেলিনা) তাহার জবান বন্দীকালে বলেন ভিকটিম এবং আসামী তাহার পিতা মাতা, তাহার পিতা ৩মাস আগে সকালে তাহার মাকে পিটায় এবং ঘর থেকে বের করে দেয়, যাহা সে দেখেছে তাহার মা ভিকটিম কে তাহার বাবা নানা

বাড়ী হইতে টাকা আনতে বলে ছিল। মাকে বোরহান উদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করে ছিল, পিতা খাওয়া দেয় নাই, আসামী পিতাকে কাঠ গড়ায় সনাক্ত করেন। জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন আজ নানা বাড়ী থেকে এসেছে, ভাই ও এসেছে নানা বাড়ী থেকে। আব্বু তাকে ভাল জানে, আসামী তার পিতা তাহার মা ভিকটিমকে মারধর করে নাই এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষীঃ মোজাম্মেল হক তাহার জবানবন্দীকালে ঘটনার তারিখ সময় ও স্থানসহ ভিকটিম এর কাছে আসামী ১০,০০০/- টাকা যৌতুক চাহে এবং ভিকটিমকে মারপিট করিয়া শারীরিক জখম করেছে বলিয়া শুনেছেন। জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে তাহার বাড়ী ঘটনার স্থল থেকে $\frac{১}{৪}$ কিঃ মিঃ দূরে দক্ষিনে। ঘটনার পর ঘটনা স্থলে গিয়াছিল। ঘটনার পর ভিকটিমকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়া ভিকটিম এর বড় ছেলের সংগে সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় ৮/১০ তারিখ ছিলেন, সার্টিফিকেট লইবার দিনই মামলা করেছে। মামলা করার পর দারোগার কাছে কোন সাক্ষী দেয় নাই, আসামীর সাথে ভিকটিমের ১৮/২০ বৎসর আগে বিয়ে হয়েছে। আসামী মান্নানকে চাপ সৃস্টির জন্য এই মামলা হয়েছে এবং ভিকটিম কে মারধর করেনি আসামী পক্ষের এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষীঃ মাওলানা মাহবুবুর রহমান জবানবন্দীকালে বলেন ভিকটিম পারুল বেগম তার দূর সম্পর্কীয় বোন, ঘটনার তারিখ ও সময় ডাক চিৎকার শুনে আসামীর বাড়ী গিয়ে যৌতুকের টাকার জন্য আসামী আঃ মান্নান ভিকটিম পারুল বেগমকে মারপিট করেছে ভিকটিম পারুল, কালাম মেম্বার সহ একথা তাহাকে বলেন। জেরাকালে

বলেন দারোগাকে ঘটনা বলেছেন, ঘটনাস্থল থেকে $\frac{১}{৪}$ কিঃ মিঃ দূরে তাহার বাড়ী, সকাল আনুমানিক ৬.৩০ মিঃ সময় কালাম মেম্বার এর কাছে ঘটনা শুনিয়াছে বলিয়া জানায়। ঘটনাস্থলে তিনি যান নাই, বাদীর সাথে ঘটনার পর দেখা হয়েছে। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষীঃ ডাঃ এ,কে,এম, আবুল খায়ের, তাহার জবানবন্দীতে বলেন ০৬-০৬-২০০৬ ইং তারিখ তাহার প্রাইভেট চেম্বারে ভিকটিমকে পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রদত্ত জখমী সনদপত্রে ভিকটিমএর দেহে প্রাপ্ত জখমাদির বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা প্রদর্শনী-২ এবং তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১-২/৩ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি ভিকটিম এর দেহে যে জখম পাইয়াছেন, যাহা তিনি তাহার জখমের সার্টিফিকেট এ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নরুপঃ-১। ডান গালে একটি Heamatoma ২. ডায়ামিটার। Injury V¡Vital Part H অবস্থিত।

২। বুকের সামনের ভাগে একটা জখম যাহা ভোতা অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত।

৩। ডান রানে Lateral part এ জখম যাহা ভোতা অস্ত্রদ্বারা জখম যাহা লালচে।

৪। severe pain & tenderness is present on back of right & left shoulders marked by presence of red marks on that area. উক্ত জখম ভোতা অস্ত্র দিয়া সংঘঠিত হয়।

৫। pain & tenderness present on whole body done by bleat weapon like Lathi & Boxing.

১ এবং ২ নং injury seems to be grievous ৩-৫ নং জখম simple in nature অস্ত্র সবই ভোতা।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন প্রাইভেট চেম্বার হাসপাতালের পরে। রোগী/ভিকটিম কে প্রথম প্রাইভেট চেম্বারে নিয়া যাওয়া হয়। মজিবর ভিকটিম রোগীকে তাহার কাছে নিয়া

যায়, সার্টিফিকেট দিয়াছে ০৬-০৬-২০০৬ তারিখে, এক্স-রে করার পরামর্শ দেয় নাই, সার্টিফিকেট এন্টিডেটেড নয়, তিনি প্রাইভেট চেম্বারে এই ধরনের রোগী দেখেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষীঃ মোঃ সহিদুল ইসলাম এস,আই সিআইডি অত্র মামালার তদন্তকারী অফিসার হিসাবে জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দীকালে তিনি বলেন এই মামলার সে তদন্তকারী কর্মকর্তা। এজাহার রেকর্ড করেছিলেন ও,সি, সাহেব। ০৬-০৬-২০০৬ ইং তারিখে বোরহান উদ্দিন থানায় কর্মরত ছিলেন। তদন্তভার গ্রহণ করিয়া ঘটনাস্থল পরির্দশন করিয়া ঘটনাস্থলের ম্যাপ ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। জখমী সনদপত্র সংগ্রহ করিয়া সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও জবানবন্দী রেকর্ড করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। তিনি এজাহারে ও,সি, সাহেবের স্বাক্ষর ঘটনাস্থলের ম্যাপ, সূচী-পত্র আদালতে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত মূলে দাখিল করেন। জেরাকালে তিনি বলেন যে, এজাহারের সাথে মামলা রুজুর সময় বাদিনী কোন ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেয় নাই, ডাক্তারী সার্টিফিকেট রিকুইজিশন দিয়া আনা হইয়াছে, ভিকটিম হাসপাতালে ছিলেন ৩ দিন, ভিকটিম ও আসামীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝিতে মামলা হয় একথা তিনি অস্বীকার করেন।

আসামী পক্ষে ১নং সাফাই সাক্ষীঃ মোঃ ফরিদুর রহমান এ্যাডভোকেট তিনি ইউ,পি, চেয়ারম্যান, জবানবন্দী প্রদানকালে বলেন যে, ভিকটিম ও আসামী উভয়ই স্বামী-স্ত্রী। পারিবারিক বিরোধ তিনি ফয়সলা করে দিয়াছেন। তাহারা এখন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করিতেছেন। আসামী আঃ মান্নান যৌতুকের দাবী করেন নাই এবং ভিকটিমকে ও মারধর করে নাই। জেরাকালে বলেন যে তিনি সঠিক সাক্ষী দিয়াছেন।

আসামী পক্ষের ২ নং সাফাই সাক্ষীঃ মোঃ আঃ সত্তার খান, প্রাক্তন ইউ,পি, সদস্য, তিনি জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ০৬-০৬-২০০৬ ইং তারিখ আসামী আঃ মান্নান কোন যৌতুক দাবী করেনি, ভিকটিম পারুল-কে মার পিট করেনি, ভিকটিম ও আসামী একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করিতেছে। সত্য জবানবন্দী করেন নাই, আসামীর অনুরোধে সাক্ষী দিয়াছেন মর্মে রাষ্ট্র পক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

উপরোক্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য, ভিকটিমের ডাক্তারের জখমীর সনদপত্রসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে উল্লেখিত সাজা প্রদান করিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে সংযুক্ত হইয়া আপীলকারী কারাগার হইতে অত্র জেল আপীল দায়ের করেন, আপীলকারীর আপীলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, তিনি ২৪ শতাংশ জমি বিক্রি করেন। পুনরায় ঐ জমি ব্যাংক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋন নিয়ে এবং নিজের থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সর্বমোট ৮০ (আশি) হাজার দিয়ে ঐ জমি ফেরৎ এনে তাহার স্ত্রীর (ভিকটিম) নামে দলিল করেন। ব্যাংকের ঋন পরিশোধ করার সময় আসিলে ঐ মুহূর্তে তাহার হাত থাকায় তাহার স্ত্রী পারুল বেগমের নামে দলিল করা ২৪ শতাংশ জমি বিক্রি করিতে চাইলে তাহার স্ত্রী পারুল বেগম তাহার উপর চাপ সৃস্টি করে যে, এ জমি বিক্রি করিলে বাড়ীর অংশ থেকে তাহার নামে জমি দলিল করিয়া দিতে হইবে। এই নিয়া সামান্য কিছু তাহার স্ত্রীর সাথে বাড়াবাড়ী হয়। এ ছাড়া তিনি তাহার স্ত্রী পারুল বেগমকে কোন মারপিট করেনি। এই মামলা রচিত হইবার পর আদৌ পর্যন্ত তাহার স্ত্রী পারুল বেগম তাহার ঘরে, তাহার নাবালক পুত্র সন্তান শিমুল ও কন্যা শিরিনকে তাদের চাচাত মামা মোজাম্মেল ও তাহাদের নানী তাহাদেরকে এই ভাবে বুঝানো হইয়াছে যে তোমরা এই ভাবে বলিবে তোমাদের বাবা বিয়ে করিতে পারিবেনা। তোমরা এইভাবে না বলিলে তোমাদের বাবা তোমাদের মায়ের উপর আরেকটি বিয়ে করিবে। তাহার নাবালক সন্তানদেরকে যেভাবে

বোঝানো হইয়াছে আদালতে তাহারা সেভাবে সাক্ষ্য দিয়াছে। আদালতে এই মামলার সাক্ষ্য শেষ হওয়ার পর এই মামলার ভিকটিম তাহার স্ত্রী পারুল বেগম স্বজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় মহামান্য আদালতে এভিডেভিট দিতে গেলে আদালত তাহা এক্সিবিট করেনি, এখানে প্রমান হয় যে তিনি তাহার স্ত্রীকে মারপিট কিংবা কোন অত্যাচার করেনি। তাহার শশুর পরিবার তাদের মেয়ে পারুল বেগমকে দিয়ে তাহার জমি দখল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া এই মামলায় তাহাকে ফাসায়। রাষ্ট্রপক্ষ ও আদালত মামলার পর্যালোচনায় ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে সাজা প্রদান করেন। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আপীলকারীর আপীলের দরখাস্তের বর্ণনার সংগে ৭নং সাক্ষী তথা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পত্রের কিছু অংশ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক যাহা নিম্নরুপ;-"মামলাটি তদন্তকালে প্রাথমিক ভাবে বলা যায় যে গত ইং ০৬-০৬-২০০৬ তারিখ সকাল আনুমানিক ৬.৩০ মিঃ সময় আসামী আঃ মান্নান তার স্ত্রী অর্থাৎ অত্র মামলার বাদিনীকে ১০,০০০/-টাকা যৌতুকের দাবীতে অথবা বাদিনীর নামে ৬ (ছয়) করা জমি আছে। উক্ত জমির দাবিতে বাদিনী রাজী না হওয়ায় আসামী আঃ মান্নান কিল, ঘুষি, লাথি দিয়া গুরুতর জখম করে।" এই বিষয়টি মামালার সাক্ষ্য প্রমানাদীতে কোথাও আসে নাই। ট্রাইব্যুনাল দন্ডিত-আপীলকারী ও ভিকটিম এর সন্তানদ্বয়কে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে তাহাদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই সাজা দিয়াছেন, তাহাই স্পষ্ট কিন্ত ভিকটিমের মেয়ে ৩নং সাক্ষী নাবালিকা এবং ২ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য কে সে সমর্থন করে নাই; তাহাদের ২ জনের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ২নং সাক্ষী জেরাকালে বলিতেছে "আজ পিত্রালয় থেকে এসেছি বোন সেলিনা (শিরিন)সহ এসেছি"। "৩নং সাক্ষী শিরিন (সেলিনা) জেরাকালে বলে আজ নানা বাড়ী থেকে এসেছি ভাইও এসেছেন নানা বাড়ী থেকে।" এই ক্ষেত্রে তাহাদের ২ জনের সাক্ষ্য হইতে বোঝা যায় যে তাহারা প্রভাবিত হইয়া সাক্ষ্য

প্রদান করিয়াছে। কেননা সাক্ষ্য প্রদানের দিন তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহাই দুইজন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াছেন; সেখানে তাহাদের স্বাক্ষ্যের গ্রহণ যোগ্যতার বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেগ হয়। ২নং সাক্ষী জেরাকালে বলেন যে, "আব্বা ৫/৬ মাস আমাদের খাবার দেন নাই, আমি রোজগার করে সংসার চালাই"। ইহাতে বুঝা যায় যে, সে তাহার পিতার উপর কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিল। ভিকটিম এর সাক্ষ্য এবং ভিকটিমের এফ,আই,আর, বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাহাদের ২০ বৎসর দাম্পত্য জীবনে ইতিপূর্বে যৌতুকের জন্য কোন মারপিট করিয়াছেন এ ধরনের কোন অভিযোগ উল্লেখ করেন নাই। এফ,আই, আর, এ তিনি উল্লেখ করেন বিগত দিনের বেশ কয়েক বার তাহার স্বামী তাহাকে নানা অযুহাত দিয়ে মারধর করিয়া আসিতেছে এই অযুহাতের তথ্য খুঁজতে গেলে আপীলকারীর আপীলের দরখাস্তের বর্ণনা এবং চার্জশীট এর উল্লেখিত কিছু অংশের সম্পৃক্ততার মিল পাওয়া যায়। যাহা বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের আরো নিবিড়ভাবে পর্যাবেক্ষন করা উচিৎ ছিল। ভিকটিম এবং আপীলকারীনির দাম্পত্য জীবনের বয়স ২০ বৎসর, তাহাদের দাম্পত্য জীবনে ১ পুত্র সন্তান সহ ৪ কন্যা সন্তান রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে ভিকটিম ও আপীলকারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক এত অসুখের হইলে ২০ বৎসর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হওয়া প্রশ্নাতীত ছিল। আমাদের এই সমাজে পুরুষতান্ত্রিক পরিবারে স্বামীর কর্তৃত্ব বেশী প্রাধান্য পায়, সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য সহ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন হওয়ার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, যদিও আইন ও সভ্য সমাজ তাহা প্রশ্রয় দিতে পারে না, কিন্ত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাক্ষী পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে ভিকটিম ও আপীলকারী ঘটনার পরও নিম্ন আদালত ও অত্র আদালত হইতে আপীলকারী জামিনে মুক্ত হওয়ার পর হইতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘর সংসার করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে মোকদ্দমার বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেগ হয় যে, স্বামী ও স্ত্রী সামান্য মনোমালিন্যের ক্ষেত্রকে সুযোগ

সন্ধানীদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া বা আপীলকারীকে চাপে রাখার জন্য ভিকটিমের শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ এই মামলার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার আভাস ভিকটিম এর জবানবন্দীতে উল্লেখ রহিয়াছে, যেখানে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন" এজাহার লিখিয়াছে উকিল সাহেব পরে বলেন এজাহার কে লিখিয়াছে বলিতে পারিনা" সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যে, ট্রাইব্যুনাল, এজাহার, অভিযোগপত্র, সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইয়া অত্র রায় দিয়াছেন, তিনি তাঁহার রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "রেকর্ডভূক্ত সাক্ষ্যে কিঞ্চিত হেরফের মুলক তথ্য পাওয়া যাইলেও তাহা নিহায়েতই লঘু (Minor) প্রকৃতির বিধায় আইন এর দৃষ্টিতে ধর্তব্যযোগ্য নয়।" যেখানে মামলাটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে হেরফের রহিয়াছে মর্মে ট্রাইব্যুনাল নিজেই উল্লেখ করিয়াছেনে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত সেখানে ট্রাইব্যুনালের উচিৎ ছিল রেকর্ডভূক্ত সাক্ষ্যাদির কিঞ্চিত হেরফেরকে পারিবারিক সম্পর্ককে মধুর করার স্বার্থে আইনের দৃষ্টিতে ধর্তব্যযোগ্য এবং এই হেরফের এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়া দন্ডিত-আপীলকারীকে খালাস দেওয়া উচিৎ ছিল। কেননা এই মামলার রায়ের উপর ভিকটিম ও আপীলকারীর দাম্পত্যসহ তাহাদের চারটি সন্তানের ভবিষ্যত সম্পর্ক জড়িত।

ট্রাইব্যুনালের এই ধরনের অভিমত হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ট্রাইব্যুনাল নিজেও প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে দন্ড দিতে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়িয়াছিলেন। ট্রাইব্যুনালের এই ধরনের মন্তব্য মামলার সাক্ষ্য প্রমাণে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য এবং এই সন্দেহের সুবিধা আপীলকারী পাইতে আইনসঙ্গত অধিকারী। অন্যথায় ন্যায় বিচার ব্যাহত হইবে বিধায় আমরা একমত, সেহেতু আপীলটি মঞ্জুর হওয়া আইন সঙ্গতও ন্যায় বিচারের পরিপূরক।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত কারণ, অবস্থাধীনে আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুলান, ভোলা কর্তৃক প্রদত্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৯৩/০৬, ধারা ১১(গ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, যাহার জি,আর নং-১০৪/২০০৬ (বোর), যাহা বোরহানউদ্দিন থানার মামলা নং-১০ তারিখ ০৮.০৬.২০০৬ হইতে উদ্ভুত, তাহার ১৫-০১-২০০৭ ইং তারিখ এর দন্ড আদেশ ও সাজার রায় রদ-রহিত করা হইল এবং আপীলকারী আব্দুল মান্নান, পিতাঃ মৃত আবদুল আলী দালাল, সাং-জয়া, উপজেলা-বোরহানউদ্দিন এবং জেলা-ভোলা-কে নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল।

আপীলকারীর জামিনের মুচলেকা প্রত্যাহার করা হইল।

রায়ের কপিসহ ট্রাইবুনালের রেকর্ড পত্র অতিসত্বর ফেরৎ পাঠান হউক।

বিচারপতি এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরীঃ

আমি একমত।